

## যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২৪১

১/ বিবিধ

আরবী

إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت

موضوع

أخرجه ابن ماجه (2 / 322) وابن أبي الدنيا في " كتاب الجوع " (8 / 1) وأبو نعيم في " الحلية " (10 / 213) والبيهقي في " الشعب " (2 / 169 / 1) من طرق عن بقية بن الوليد حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن زكوان عن الحسن عن أنس مرفوعا قال أبو الحسن السندي في حاشيته على ابن ماجه: وفي " الزوائد ": هذا إسناد ضعيف لأن نوح بن زكوان متفق على تضعيفه، وقال الدميري: هذا الحديث مما أنكر عليه

قلت: وأورده ابن الجوزي في " الأحاديث الموضوعة " (3 / 30) من رواية الدارقطني عن يحيى بن عثمان حدثنا به، وقال: لا يصح، يحيى منكر الحديث وكذا نوح وعقب عليه السيوطي في " اللآلئ " (2 / 246) بقوله: قلت: يحيى بريء من عهده، ثم ذكر رواية ابن ماجه من الطرق المشار إليها عن بقية ورواية الخرائطي في " اعتلال القلوب " من طريق أخرى عن بقية فانحصرت التهمة بإرشاد السيوطي بنوح بن زكوان، وهذا يتضمن اعتراف السيوطي بوضع الحديث كما لا يخفى، ومع ذلك فقد أورده في " الجامع الصغير " برواية ابن ماجه وأما قول المناوي في شرحه: وعده ابن الجوزي في الموضوع، لكن تعقب بأن له شواهد؟

فما أظنه إلا وهما، فإني لا أعلم له ولا شاهدا واحدا ولو كان معروفا لبادر السيوطي إلى إيراده في " اللآليء " متعقبا به على ابن الجوزي كما هي عادته! وكذلك لم يذكر له أي شاهد المنذري في " الترغيب " (3 / 124) والعجلوني في " الكشف " (1 / 255) والله أعلم

وفي الحديث علة أخرى خفيت على ابن الجوزي ثم السيوطي! قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب ": يوسف بن أبي كثير هو أحد شيوخ بقية الذين لا يعرفون ونحوه في " الميزان " للذهبي

وثمة علة ثالثة وهي عننة الحسن وهو البصري فقد كان يدلس، فلا تغتر بما نقله المنذري عن البيهقي أنه صحح هذا الحديث، فإنه من زلات العلماء التي لا يجوز اقتفاؤها

ثم استدركت فقلت: لعل المناوي يشير إلى مثل هذا الحديث الآتي عن عائشة (رقم 257) ولكن هذا حديث آخر مخرجا ولفظا ومعنى، على أنه ضعيف السند جدا كما سيأتي بيانه هناك

বাংলা

২৪১। তুমি যে সব কিছুর আকাংখা কর সে সব কিছুকে খাওয়াই হচ্ছে অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/৩২২), ইবনু আবিদ-দুনিয়া "কিতাবুল জু" গ্রন্থে (১/৮), আবু নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (১০/২১৩) এবং বাইহাকী "শুয়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/১৬৯/১) বিভিন্ন সূত্রে বাকিয়া ইবনু ওয়ালীদ হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু আবী কাসীরের মাধ্যমে নূহ ইবনু যাকওয়ান হতে ... বর্ণনা করেছেন। আবুল হাসান সিন্দী ইবনু মাজার "হাশিয়াতে" বলেছেনঃ এ সনদটি দুর্বল। কারণ নূহ ইবনু যাকওয়ান দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত। দুমায়রী বলেনঃ এ হাদীসটি এমন একটি হাদীস যা তার উপর ইনকার (অস্বীকার) করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি ইবনুল জাওয়ী "আল-মাওয়ু'আত" গ্রন্থে (৩/৩০) দারাকুতনীর বর্ণনায় ইয়াহইয়া ইবনু উসমান হতে উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি সহীহ নয়, ইয়াহইয়া মুনকারুল হাদীস, নূহও তার ন্যায়। সুযূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৪৬) তার সমালোচনা করে বলেছেন ইয়াহইয়া তার যিম্মাদারী হতে মুক্ত। এ কারণে হাদীসটির জালের অপবাদ নূহ-এর উপরেই ন্যস্ত হয়, যা সুযূতীর ভাষাতেই বুঝা যায়। তা সত্ত্বেও তিনি ইবনু

মাজার বর্ণনায় "জামেউস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মানবীও ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেনঃ এটির শাহেদ রয়েছে। কিন্তু এটি তার ধারণা। কারণ এটির একটি শাহেদও আমি পাইনি। যদি শাহেদ থাকত তাহলে সুযুতী তা "আল-লাআলী" গ্রন্থে উল্লেখ করতেন।

হাদীসটির সনদের মধ্যে অন্য সমস্যাও আছে যা ইবনুল জাওযী এবং সুযুতীর নিকট লুক্কায়িত রয়ে গেছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাহযীব" গ্রন্থে বলেছেনঃ ইউসুফ ইবনু আবী কাসীর বাকিয়ার সেই সব শাইখদের একজন যাদের পরিচয় জানা যায় না। যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থেও অনুরূপ বলা হয়েছে।

তৃতীয় আরো একটি সমস্যা রয়েছে, সেটি হচ্ছে হাদীসটি হাসান বাসরী হতে আন আন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাদলীস করতেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5501>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন